ইসলাম ও আমাদের জীবন

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

পরিচিতি, পর্যালোচনা
গুরুত্ব ও ভ্রান্তি নিরসণ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

পরিচিতি, পর্যালোচনা
গুরুত্ব ও ভ্রান্তি নিরসন

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি

দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মুফতী মাহমুদ বিন রুহুল আমীন

শিক্ষক: মাদরাসা ইশাআতুন নূর

ধুপখোলা, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আরাফ

ইসলামী টাওয়ার দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০

উৎসর্গ

মা

যিনি জীবনভর কষ্ট করে আমার দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণার্থে যথাসাধ্য চেষ্টায় একবিন্দুও কার্পণ্য করেননি। কিন্তু আমার মাধ্যমে তাঁর বৈষয়িক কোনো উপকার লাভের পূর্বেই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই নগণ্য কর্মপ্রচেষ্টার সওগাতটুকু তারই জান্নাতি রুহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

মাহমুদ

অনুবাদকের কথা

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে ভ্রান্তি নিরসনে সময়ের শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা.-এর 'ইসলাম ও আমাদের জীবন'-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড একটি দৃষ্টান্তমূলক গ্রন্থ। যাতে তিনি আত্মশুদ্ধি বিষয়ক যত আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে, কোরআন-হাদিস ও আসলাফদের বর্ণনার আলোকে তার আলোচনা করেছেন এবং এর পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ইতোমধ্যে এর কয়েকটি অনুবাদ বাজারে রয়েছে। ওইসব অনুবাদে কিছু অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, নতুন করে পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীল অনুবাদ করার ইচ্ছা জাগল। ইচ্ছার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আমার এই কর্মযজ্ঞে নামা।

এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, 'মাকতাবাতুল আরাফ'-এর সাব্বির ভাই ও মাহমুদ ভাইকে। যাদের তাগিদে আমার শম্বুকগতি কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমার অলসতা ও ভুলো মন সত্ত্বেও তারা যেই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তা প্রশংসার দাবিদার। মাকতাবাতুল আরাফকে আল্লাহ কবুল করেন এবং এর উন্নতি দান করেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার এই অনুবাদকর্মকে কবুল করে নেন। এর দ্বারা আমার নাজাতের উসিলা বানান এবং আমাকে ও পাঠককে এর মাধ্যমে ব্যাপক উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

মাহমুদ
গেন্ডারিয়া, ঢাকা
২৭ শে আগস্ট, ২০২৩ ঈ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ و الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ!

বছর বছর ধরে কলম ও জবান নিজ হিম্মত অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছে। মূলত, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের যে মহামূল্যবান দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা থেকে নিজেও উপকার লাভ করা এবং অন্যদের নিকটও সে দিকনির্দেশনা পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এ জাতীয় লেখা ও বক্তৃতা যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনই স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা নানান সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে।

এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উসমানি সেগুলোকে একটি বিষয়ভিত্তিক সমগ্র আকারে প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার সাহেবকে সেটি প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক সেগুলো এমনভাবে গ্রন্থনা করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় একত্র হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যে-সব কথা দলিল ব্যতীত বলা হয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সমগ্রটিকে তার, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবুল করুন আর পাঠকের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকি উসমানি
দারুল উলুম করাচি
৩০ শে রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হি.

সূচিপত্র

....২৭

নফস বা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধানের আলোচনা........২৭

নফসের সাথে সম্পৃক্ত হারাম কাজ........২৮

তরবিয়তের মাধ্যমে যা লাভ হয়........২৮

ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে ভুল ধারণা........২৯

তাসাওউফের বিষয়ে দুটি ভুল হস্তক্ষেপ........২৯

তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা........৩০

হজরত উমর ফারুক রাযি.-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান........৩১

হজরত উমর ফারুক রাযি.-এর আখেরাতের ভয়........৩১

হজরত উমর ফারুক রাযি.-এর নালা ভাঙার ঘটনা........৩২

আমার পিঠে উঠে নালা ঠিক করুন........৩২

হজরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি........৩৩

আমাদের সমাজের অবস্থা........৩৩

আমাদের চিকিৎসক প্রয়োজন........৩৪

নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা........৩৫

সরলমনা মানুষ যাবে কোথায়........৩৫

কিয়ামত পর্যন্ত সংশোধনকারী থাকবেন........৩৫

সব জিনিসেই ভেজাল রয়েছে........৩৫

যেমন আত্মা তেমন ফেরেশতা........৩৬

সারকথা........৩৬

তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও শায়েখের প্রয়োজনীয়তা........৩৭

'আনফাসে ঈসা' কিতাবের সংকলকের পরিচয়........৩৭

'আনফাসে ঈসা' কিতাবের পরিচয়........৩৮

তাসাওউফের মূল লক্ষ্য কী?........৩৯

শায়খের প্রয়োজনীয়তা ৪১
হজরত থানবি রহ.-এর একটি ঘটনা ৪২
বিনয় ও নিজেকে অবজ্ঞা করার মধ্যে পার্থক্য ৪৩
হজরত থানবি রহ.-এর একটি ঘটনা ৪৩
সুগন্ধির উপমা ৪৪
আম ও গুড়ের মিষ্টতার পার্থক্য ৪৪
আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য ৪৫
তাযকিয়া কী? **৪৬**
তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ৪৬
আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থ ৪৭
হুজুর সা.-কে নবি হিসেবে পাঠানোর চারটি উদ্দেশ্য ৪৭
সংশোধন প্রয়োজন কেন? ৪৮
থিউরিক্যাল শিক্ষার পরে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা করা অপরিহার্য ৪৮
হুজুর সা.-কে শিক্ষা এবং দীক্ষা উভয়টির জন্য পাঠানো হয়েছে ৪৯
চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্য কী? ৪৯
'অন্তর' মানুষের আমলের সূতিকাগার ৫০
অন্তরে সূক্ষ্ম শক্তি সঞ্চিত রাখা হয়েছে ৫০
অন্তরে শুভ ভাবনা জাগ্রত হওয়া উচিত ৫১
আত্মা কেন? এর গুরুত্ব কী? ৫১
শরীরিক সুস্থতা অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভর করে ৫২
আত্মিক ভাবনা পবিত্র হওয়া উচিত ৫২
সদিচ্ছার উপমা ৫২
অন্তরের আমল হালাল-হারাম দুটোই হয়ে থাকে ৫৩
'ইখলাস' অন্তরের হালাল আমল ৫৩
কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যশীলতা অন্তরের আমল ৫৩
তাকাব্বুর বা অহংকার অন্তরের খারাপ আমল ৫৪
এরই নাম আত্মশুদ্ধি ৫৪
তাসাওউফের আসল রূপ ৫৫
উপসংহার ৫৫
সামাজ সংশোধন কী করে হবে? **৫৬**
সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে কেন? ৫৬
রোগ নিরূপণ করা ৫৭

আমরা স্বার্থপরতায় লিপ্ত ৯৩
আমাদের দেশে দুর্নীতি ৯৩
পৃথিবীতে সফল হওয়ার জন্য চেষ্টা-মেহনত শর্ত ৯৪
আল্লাহ তাআলার একটি নীতি ৯৪
আমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না কেন? ৯৫
আমরা পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর আমলকারী নই ৯৫
আমরা দুশমনের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছি ৯৬
এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন ৯৬
ব্যক্তি সংশোধনের অর্থই হলো সমাজ সংশোধন ৯৭
আমেরিকার কাপুরুষতা ৯৮
কত দিন পর্যন্ত এমন হামলা হবে? ৯৮
আত্মাকে এসব ব্যাধি থেকে পবিত্র করুন ৯৯
আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ নিয়ে ধ্যান করুন ১০০
ভালোবাসা ইচ্ছাধীন নয় ১০১
আল্লাহর নেয়ামত ও নিজ আমল সম্পর্কে ভাবনা ১০১
নেয়ামত নিয়ে চিন্তা ও কল্পনা করুন ১০২
আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রবে ধ্যান লাভ হয় ১০২
কোরাআনুল কারিমে তাদাব্বুর বা ফিকিরের আহ্বান ১০২
এই আকাশ আমার জন্য, ভূমণ্ডলও আমার জন্য ১০৩
এই সূর্যও আমার জন্য ১০৪
দেহের অভ্যন্তর নিয়ে চিন্তা করুন ১০৪
ক্ষুধা কখন লাগে ১০৫
'স্বাদ' আস্বাদন বড় নেয়ামত ১০৫
যদি আস্বাদন-শক্তি নষ্ট হয়ে যায় ১০৬
পাকস্থলীতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন স্থাপন করা ১০৬
প্রার্থনা ছাড়াই এসব নেয়ামত দান করেছেন ১০৭
চোখ এক বড় নেয়ামত ১০৭
কান ও জিহ্বা আশ্চর্যজনক নেয়ামত ১০৮
রাতে শয়ন প্রক্কালে উক্ত আমল করুন ১০৮
চারোদিকের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ১০৯
পেরেশানির সময় নেয়ামতের কথা স্মরণ করা ১০৯
মিয়াঁ আজগর হোসাইন সাহেব রহ.-এর স্মৃতিচারণ ১০৯

অসুস্থাবস্থায় কৃতজ্ঞতার পদ্ধতি......১১০
অনুদানের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন......১১০
দাঁত এক বড় নেয়ামত......১১১
আল্লাহওয়ালাগণের সংশ্রব গ্রহণের লাভ......১১১
অনুগ্রহকারীর সাথে কি ভালোবাসা হয় না?......১১১
কৃতজ্ঞতা আদায়ের দুর্লভ ঘটনা......১১২
আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসা তৈরির উপাদান ও পন্থা......১১৩
তাঁর অনুদান সকলের জন্য উন্মুক্ত......১১৩
বন্ধুকে অভাব আর দুশমনকে সচ্ছলতা দান......১১৪
এসব নেয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই......১১৪
তৃতীয় পদ্ধতি: নিজের আচরণবিধি নিয়ে চিন্তা করা......১১৫
নিজের অবস্থান নিয়ে ফিকির করুন......১১৫
এতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও ভালেবাসা বৃদ্ধি পায়......১১৬
একজন বুজুর্গ ও এক অহংকারীর ঘটনা......১১৬
কাম্য কেবল বিনয়......১১৭
নিজের দৃষ্টিতে ছোট অন্যের দৃষ্টিতে বড়......১১৮
শুরু ও শেষ হলো নিজেকে মিটানো......১১৮
চতুর্থ পদ্ধতি; আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রব......১১৮
আল্লাহর ভালোবাসা পরিপূর্ণ করছি......১১৯
পঞ্চম পদ্ধতি: আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা......১১৯
এভাবে তো চক্কর কাটতে হচ্ছে......১২০
প্রথমে সামান্য চেষ্টা ও হিম্মত প্রয়োজন......১২০
বাষ্পের মাধ্যমে ট্রেন দ্রুত চলে......১২০
মুহাব্বত বাষ্পের মতো......১২১
আকাশে উড্ডয়নের পূর্বে রানওয়েতে বিমান চলা......১২১
ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুন......১২১
প্রবৃত্তি দমনে এ কল্পনা ফলপ্রসূ......১২২
দুটি রাস্তা: রব চাহি—মন চাহি......১২২
কষ্টই উপভোগ্য হয়ে যাবে......১২৩
আল্লাহ তাআলা ভাঙা মনের সাথে......১২৩
এই অন্তর তাঁর নুর বর্ষণের স্থান......১২৪
আমি উজাড় ঘরেই বসবাস করব......১২৪

মুহাব্বতের দ্বারা আনুগত্য এবং আনুগত্যের দ্বারা মুহাব্বতের ফল ১২৪
আনুগত্যের সহজ পন্থা রাসুল সা.-এর অনুসরণ ১২৫
রাসুলের অনুসরণই আল্লাহর মুহাব্বত লাভের উপায় ১২৫
ভালোবাসা প্রথমে মাহবুবের মনে সৃষ্টি হয় ১২৬
প্রতিটি কাজ রাসুলের সুন্নত অনুযায়ী করুন ১২৬
কোনো সুন্নতই ছোট নয় ১২৭
তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবেন ১২৭
যেসব সুন্নত পালনে কোনো কষ্ট নেই ১২৭
রাসুলের আদর্শই সুন্নতের ডায়েরি ১২৮
যত সময় বাজারে লাউ পাবে কিনে নেবে ১২৮
তিনদিন নিজের কর্মের উপর জরিপ চালাই ১২৯
এসব তিরস্কার গলার হার ১২৯
কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ কাফেরদের দেখে হাসবে ১৩০
আল্লাহর নিকট আল্লাহকে ভালোবাসা কামনা করুন ১৩১
আল্লাহর ভালোবাসা এই তিন জিনিস থেকে বেশি চাওয়া ১৩২
ঠান্ডা পানি নবিজির পছন্দের ছিল ১৩২
থলি ও পাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করুন ১৩২
প্রার্থনার রীতি তার কাছেই চান ১৩৩
ভালো দোয়ার কামনা তাঁর কাছেই চান ১৩৩
বাইতুল্লাহর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের পর দোয়া ১৩৪
মুহাব্বত অর্জনের উপায়-উপকরণ ও সারমর্ম ১৩৪
মুহাব্বতের বিশেষ কোনো স্তর কামনা না করা ১৩৫
পাত্র অনুপাতে ভালোবাসা দেওয়া হয় ১৩৫
অকৃজ্ঞতা ও দুর্দশার শিকার হয়ে পড়বেন ১৩৬
পানপাত্রে আমার উপযোগী পানীয়ই রয়েছে ১৩৬
একটি চিঠি ও হজরতের উত্তর ১৩৭
সারকথা ১৩৭
নফসের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ১৩৮
মানুষের নফস বা আত্মা স্বাদে অভ্যস্ত ১৩৯
নফসের চাহিদা পূরণের মাঝে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নেই ১৩৯
স্বাদ ও ভোগের কোনো গণ্ডি নেই ১৩৯
পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে ব্যভিচার সয়লাব ১৪০

আমেরিকায় ধর্ষণের আধিক্য কেন?............১৪০
এ তৃষ্ণা নিবারণের নয়............১৪০
সামান্য কষ্ট সহ্য করুন............১৪১
দুর্বলের জন্য নফস সিংহের ন্যায়............১৪১
নফস দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়............১৪২
নফসের গুনাহের স্বাদ লেগেছে............১৪২
আল্লাহর জিকিরে শান্তি আছে............১৪৩
আল্লাহর প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হতে পারে না............১৪৩
এখন তো আত্মাকে তোমার উপযোগী বানাতেই হবে............১৪৪
মা এ কষ্ট কেনইবা সহ্য করেন............১৪৫
ভালোবাসা কষ্টকে দূর করে দেয়............১৪৫
মাওলার প্রতি ভালোবাসা লাইলির ভালোবাসা থেকে যেন কম না হয়............১৪৬
বেতন-ভাতার ভালোবাসা............১৪৬
আত্মাকে ইবাদতের স্বাদে পরিচিত করুন............১৪৭
আমি তো রাতদিন আত্মভোলা হয়ে থাকতে চাই............১৪৭
নফসকে কষ্ট দেওয়ার মাঝে শান্তি লাগবে............১৪৮
ঈমানের মিষ্টতা অর্জন করুন............১৪৮
তাসাওউফের সারমর্ম............১৪৯
মন তো ভাঙার জন্যই............১৪৯
অত্মার ব্যাধি ও তার রোগের চিকিৎসক প্রয়োজন............১৫১
চরিত্রের স্বরূপ ও (সংশোধনের) গুরুত্ব............১৫১
রুহের গুরুত্ব............১৫২
দ্রুত কবরস্থ কর............১৫২
আত্মার রোগসমূহ............১৫৩
রুহের সৌন্দর্য............১৫৩
শরীরিক ইবাদত............১৫৪
বিনয় আত্মার দ্বারা হয়............১৫৪
ইখলাস হলো অন্তরের একটি অবস্থা............১৫৪
কৃতজ্ঞতা অন্তরের আমল............১৫৫
ধৈর্যের বাস্তবতা............১৫৫
অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ............১৫৫
অন্তরের রোগ হারাম............১৫৫

ক্রোধের বাস্তবতা ১৫৬
রাগ বা ক্রোধ না আসা একটি রোগ ১৫৬
রাগের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা বাঞ্ছনীয় ১৫৭
হজরত আলি রাযি. ও তার রাগ ১৫৭
মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ১৫৮
রুহের গুরুত্ব ১৫৮
এসব লক্ষ না করাও রোগ ১৫৮
সুফিয়ায়ে কেরাম আত্মার ডাক্তার ১৫৮
বিনয়, না-কি লোক দেখানো বিনয় ১৫৯
অন্যের জুতা ঠিক করা ১৬০
তাসাওউফ কী? ১৬১
দোয়া-দরুদ ও আমলের বাস্তবতা ১৬১
মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য ১৬১
শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহি রহ.-এর নাতির ঘটনা ১৬২
শায়খের নাতিকে স্বাগত জানানো ১৬২
এখনো সংশোধন বাকি আছে ১৬৩
এখন অন্তরের শয়তান চলে গেছে ১৬৪
সেই সম্পদ আপনাকে অর্পণ করা হলো ১৬৪
ইসলাহ বা আত্ম-সংশোধনের আসল লক্ষ্য ১৬৫
আত্মার সংশোধন প্রয়োজন কেন? ১৬৫
নিজের চিকিৎসক খুঁজে নাও ১৬৬
দুনিয়াকে অন্তর থেকে বের করে দাও ১৬৭
দুনিয়া ত্যাগের বাস্তবতা ১৬৮
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল ১৬৮
হজরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে রাসুল সা.-এর মুহাব্বতের নির্দশন ১৬৯
অন্তরে কেবল একজনেরই ভালোবাসা স্থান পায় ১৬৯
দুনিয়ায় অবস্থান করবে কিন্তু তার অন্বেষী হবে না ১৭০
দুনিয়ার উপমা ১৭০
দুজনের প্রতি ভালোবাসা একসঙ্গে হতে পারে না ১৭১
পৃথিবীর উদাহরণ বাথরুমের সাথে ১৭২
পার্থিব জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে ১৭২
শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রহ.-এর একটি ঘটনা ১৭৩

হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ.-এর ঘটনা ১৭৪
এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ১৭৫
আমার বাবা ও দুনিয়ার ভালোবাসা ১৭৫
সেই বাগান আমার অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে ১৭৬
দুনিয়া অপদস্থ হয়ে আসে ১৭৬
দুনিয়ার উদাহরণ ছায়ার মতো ১৭৭
বাহরাইন থেকে সম্পদ আসার ঘটনা ১৭৭
তোমাদের উপর ক্ষুধা ও দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না ১৭৯
সাহাবাদের যুগে জীবনোপকরণের সংকীর্ণতা ১৭৯
দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলে না দেয় ১৮০
যখন তোমাদের পদতলে গালিচা বিছানো হবে ১৮০
জান্নাতের রুমাল তার থেকেও উত্তম ১৮১
গোটা পৃথিবীর মূল্য মাছির ডানা পরিমাণও নয় ১৮১
পৃথিবী তার গোলাম হবে ১৮২
সিরিয়ার গর্ভনর আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.-এর ঘটনা ১৮২
সিরিয়ার গর্ভনরের বাসস্থান ১৮৩
বাজার শেষ হয়ে যায় কিন্তু কোনো ক্রেতা নেই ১৮৪
মরতে একদিন হবেই ১৮৪
পৃথিবী একটা ধোঁকা মাত্র ১৮৫
দুনিয়া-ত্যাগ কীভাবে অর্জন হবে ১৮৫
ধন-সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা অন্তর্গত রোগ ১৮৬
হুব্বে যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ১৮৬
যশ-খ্যাতি ও প্রশংসা পছন্দ করা ১৮৭
কিছুটা যশ-খ্যাতি শরিয়তেও জায়েজ ১৮৭
প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা ১৮৭
হাদিসের আলোকে পদের আকাঙ্ক্ষা ১৮৮
কঠিন প্রয়োজন কতটুকু? ১৮৮
ওয়াজ-বক্তৃতার ক্ষেত্রে সাবধানতা ১৮৯
গ্রহণযোগ্য বক্তার জন্য সাবধানতা ১৮৯
দুষ্ট নফসের আশ্চর্যজনক ঘটনা ১৮৯
একটি ভুল চিন্তা ১৯০
শায়খের তত্ত্বাবধানে কাজ করা ১৯০

শায়খ আবুল হাসান নুরির রহ.-এর ইখলাস ১৯১
হজরত আবুল হাসান রহ.-এর ইখলাসের প্রভাব বাদশাহর উপরে পড়েছে ১৯১
শাইখুল হিন্দ রহ.-এর একটি ঘটনা ১৯২
সকল বুজুর্গানে কেরাম বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন ১৯৩
বৈধ পদ অবলম্বনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ১৯৪
চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা গ্রহণ করা ১৯৪
মোহর খুশি মন ছাড়া মাফ হয় না ১৯৪
মোহর মাফ নেওয়া একটি খারাপ প্রচলন ১৯৫
চাঁদার আদায়ের বৈধ পন্থা ১৯৫
সুপারিশের অর্থ ১৯৫
পদের অপব্যবহার ১৯৬
প্রশংসাপ্রীতির ক্ষতি ১৯৭
হাদিয়া তোহফার ক্ষেত্রে ভুল প্রচলন ১৯৭
প্রশংসা-পছন্দির কোনো বাস্তবতা নেই ১৯৭
এক নাপিতের ঘটনা ১৯৮
হিন্দি ভাষায় প্রবাদ ১৯৯
প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবে ১৯৯
যশ-খ্যাতির চিকিৎসা ২০০
যখন কোনো ভালো কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় ২০১
অলসতার চিকিৎসা হলো কর্মক্ষমতা ২০২
তাসাওউফ অর্জনের দুটি পথ ২০৩
নফসকে বেখেয়ালিতে রেখে তার দ্বারা কাজ নাও ২০৩
যদি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ডাক আসে ২০৪
আজকের কাজ আগামীর জন্য ফেলে রেখ না ২০৫
নিজের লাভে হাজির হই ২০৬
জীবনের প্রতিটি সময় কি কাজের জন্য ২০৬
দুনিয়ার পদ ও পজিশন ২০৭
বুজুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার উপকারিতা ২০৮
কাজ হয়ে গেছে সময়মতো এমনেই স্মরণে এসে যাবে ২০৮
জোরপূর্বক কথা শ্রবণ করা ২০৯
ওজর ও অলসতার মধ্যে পার্থক্য ২০৯
এই রোজা কার জন্য রাখা হয়েছিল ২১০

অলসতার চিকিৎসা ২১০
কুদৃষ্টি ধ্বংসাত্মক রোগ ২১১
কুদৃষ্টির বাস্তবতা ২১১
এই তিক্ত চুমুকই খেতে হবে ২১২
আরবদের 'গাওয়া' পান ২১২
অতঃপর স্বাদ এবং মজা চাখা হবে ২১৩
চোখ অনেক বড় নেয়ামত ২১৩
সাত মাইলের দূরত্ব চোখের পলকে অতিক্রম ২১৪
চোখের সঠিক ব্যবহার ২১৪
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার সঠিক চিকিৎসা ২১৪
যৌন চিন্তার চিকিৎসা ২১৫
তোমার জীবনের ফিল্ম যদি চালু করা হয় তবে... ২১৫
হৃদয় আসক্ত হওয়া ও ছটফট করা গুনাহ নয় ২১৬
চিন্তা করে আনন্দ উপভোগ করা হারাম ২১৬
রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টি নিচু রাখো ২১৭
এই কষ্ট জাহান্নামের কষ্ট থেকে কম ২১৮
হিম্মত করে কাজ করো ২১৮
হজরত ইউসুফ আ.-এর গুণ গ্রহণ করো ২১৯
হজরত ইউনুস আ.-এর পন্থা গ্রহণ করো ২২০
দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়ার কবুলিয়াত ২২১
দ্বীনি উদ্দেশ্যে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে ২২১
দোয়ার পরে যদি গুনাহ হয়ে যায় ২২২
আবারও তাওবার সুযোগ হয়ে যায় ২২২
এরপরে আমি তোমাদের উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করব ২২৩
সকল গুনাহ থেকে বাঁচার মাত্র একটিই প্রেস্ক্রিপশন ২২৩
দৃষ্টি অবনত রাখা শেখো ২২৪
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিশাপ ২২৫
এই আবেগ কখনই থেমে থাকে না বরং আরও বৃদ্ধি পায় ২২৫
এরপরেও তৃষ্ণা মিটে না ২২৬
সীমা অতিক্রমের ফল ২২৬
দৃষ্টির হেফাজত ২২৭
দৃষ্টি নিচু রাখো ২২৭

বর্তমানে দৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখা অনেক কঠিন ২২৮
এই চোখ কত বড় নেয়ামত ২২৮
দৃষ্টি হেফাজতের জন্য টাকাপয়সা ব্যয় করতে প্রস্তুত ২২৮
চোখের পুতলির কী কারিশমা ২২৯
চোখ হেফাজতের আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থা ২২৯
দৃষ্টি হেফাজতের জন্য মাত্র দুটি কাজ ২৩০
দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার সময় যদি শর্ত লাগানো হতো ২৩০
দৃষ্টি নেকি ও পুণ্যের মাধ্যম ২৩১
দৃষ্টি হেফাজতের একটি পন্থা ২৩১
সাহসের সাথে কাজ করো ২৩২
সারকথা ২৩৩
চোখ শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ২৩৪
প্রথম নির্দেশ দৃষ্টির হেফাজত ২৩৫
চোখ শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ২৩৫
চোখও জিনা করে ২৩৬
লজ্জাস্থানের হেফাজত দৃষ্টি হেফাজতের উপর নির্ভর করে ২৩৬
দুর্গ অবরোধ করা ২৩৭
মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বাঁচো ২৩৮
সমস্ত সৈন্য বাজার দিয়ে অতিক্রম করল ২৩৮
এই দৃশ্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করল ২৩৯
ইসলাম কি তরবারির মাধ্যমে সম্প্রসারণ হয়েছে? ২৩৯
শয়তানের আক্রমণ চতুর্দিক থেকে হয়ে থাকে ২৩৯
নিচের রাস্তা নিরাপদ ২৪০
আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ধ্যান ২৪১
হঠাৎ দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে ২৪১
এটা নিমকহারামির কথা ২৪১
আল্লাহর নিকট দোয়া করো ২৪২
গুনাহ ছেড়ে দাও শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হয়ে যাবে ২৪৩
অত্যাধিক ইবাদতকারী কীভাবে হয় ২৪৩
নফল ইবাদত মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয় ২৪৪
গুনাহের উদাহরণ ২৪৪
হালাল রিজিকের অন্বেষণ করো ২৪৫

দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? ২৪৫
দুজন মহিলার ঘটনা ২৪৬
এ বিষয়ের চিন্তা বেশি করো ২৪৬
এটা বড় ভয়ংকর বিষয় ২৪৬
কুধারণা ছেড়ে দাও ২৪৭
গুজব প্রচার গুনাহের কাজ ২৪৮
চাকরিতে নির্ধারিত সময় পুরো দিচ্ছ? ২৪৮
জাপানি বলে পণ্য বিক্রি করা ২৪৮
জুয়া খেলা হারাম ২৪৯
মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো ২৪৯
ইবাদত হলো আনুগত্যের নাম ২৪৯
জবানের হেফাজত করো ২৫০
জবান থেকে বের হওয়া একটি কথা ২৫০
মজলিসে গিবত ও সমালোচনা ২৫১
প্রথমে মাপো পরে কথা বলো ২৫১
আসল মুজাহিদ কে? ২৫২
চোখ, কান, মুখ বন্ধ করে নাও ২৫৩
গুনাহের ক্ষতিসমূহ ২৫৪
পছন্দনীয় ব্যক্তি কে? ২৫৫
মূলকথা হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ২৫৫
গুনাহ ত্যাগের চিন্তা নাই ২৫৬
নফল ইবাদত ও গুনাহের উত্তম উদাহরণ ২৫৬
আত্মশুদ্ধি কামনাকারীর প্রথম কাজ ২৫৭
সবরকম গুনাহ ত্যাগ করো ২৫৮
বিবি-বাচ্চাদের গুনাহ থেকে বাঁচাও ২৫৮
নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ২৫৯
নাফরমানি ও গুনাহ কী জিনিস ২৫৯
গুনাহের প্রথম ক্ষতি হলো 'অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া' ২৫৯
গুনাহের দ্বিতীয় ক্ষতি হলো 'অন্তর মরচে ধরা' ২৬০
গুনাহের কল্পনায় মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য ২৬০
নেকি ছুটে যাওয়ার কারণে মুমিনের অবস্থা ২৬১
গুনাহের তৃতীয় ক্ষতি হলো 'অন্ধকার ও আচ্ছন্নতা' ২৬১

গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার উদাহরণ ২৬২
গুনাহের চতুর্থ ক্ষতি হলো 'বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া' ২৬২
গুনাহ শয়তানের জ্ঞানকে লোপ করে দিয়েছে ২৬৩
শয়তানের তাওবার শিক্ষণীয় ঘটনা ২৬৩
হেকমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অধিকার তোমাদের নেই ২৬৫
তোমরা বান্দা, চাকর নও ২৬৫
সুলতান মাহমুদ ও ইয়াজের শিক্ষণীয় ঘটনা ২৬৬
সে-ই প্রকৃত বান্দা যে হুকুম পালন করে ২৬৭
গুনাহ ছাড়ার কারণে নুর অর্জন হয় ২৬৮
গুনাহের পঞ্চম ক্ষতি 'বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া' ২৬৮
গুনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি 'নতুন নতুন রোগ দেখা দেওয়া' ২৬৯
গুনাহের সপ্তম ক্ষতি 'মানুষ হত্যা ও লুণ্ঠন' ২৬৯
হত্যা ও লুটপাটের একটি সমাধান ২৬৯
অজিফার চেয়ে গুনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা বেশি করা ২৭০
গুনাহের হিসাব-নিকাশ করো ২৭০
তাহাজ্জুদ আদায়কারী থেকে অগ্রগামী হওয়ার পদ্ধতি ২৭১
মুমিন ও তার ঈমানের উদাহরণ ২৭১
গুনাহ লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা হয় ২৭২
যেখানে গুনাহ সেখানেই তাওবা ২৭২
গুনাহ থেকে বাঁচার গুরুত্ব দাও ২৭৩
আল্লাহর ভয়-ই গুনাহের চিকিৎসা ২৭৪
এর নামই আল্লাহর ভয় ২৭৪
আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৫
আমার অন্তরে আমার পিতার ভালোবাসা ২৭৫
আল্লাহর অসন্তুষ্টি ভয়ের বিষয় ২৭৬
দুধে পানি মিশ্রণের ঘটনা ২৭৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২৭৭
অপরাধ ধ্বংসের উত্তম পন্থা ২৭৮
সাহাবাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ২৭৮
আমাদের আদালত ও মোকাদ্দমা ২৭৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২৭৯
শয়তান কীভাবে ধোঁকা দেয় ২৮০

টিভি যুবকদের নষ্ট করে দিয়েছে ২৮১
ছোট গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তি বড় গুনাহে লিপ্ত হয় ২৮১
এটা সগিরা নাকি কবিরা গুনাহ? ২৮২
গুনাহের আগ্রহ জাগলে এই কল্পনা করো ২৮২
গুনাহের আনন্দ সাময়িক ২৮৩
যৌবনে ভয় ও বার্ধক্যে আশা ২৮৪
দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ২৮৪
স্বধীনতা আন্দোলন ২৮৫
লালটুপির প্রতি ভয় ২৮৫
অন্তর থেকে ভয় বের হয়ে গিয়েছে ২৮৬
অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি করুন ২৮৭
নির্জনতায় আল্লাহর ভয় ২৮৭
রোজা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ভয় ২৮৭
সর্বক্ষেত্রে এই ভয় সৃষ্টি করো ২৮৮
জান্নাত কার জন্য ২৮৮
জান্নাতের আশপাশ কষ্টের ২৮৯
ইবাদত করেও ইস্তিগফার করা উচিত ২৮৯
পুণ্যবানদের অবস্থা ২৯০
পরিচয় অনুযায়ী আল্লাহর ভয় ২৯০
হজরত হানজালা রাযি. ও তার ভয়ের ঘটনা ২৯১
হজরত উমর ফারুক রাযি. ও তার ভয়ের ঘটনা ২৯১
ভয় তৈরি করার পদ্ধতি ২৯২
তাকদির অগ্রধিকার পেয়ে যায় ২৯৩
নিজের আমলের কারণে অহংকার করো না ২৯৪
খারাপ আমলের খারাপ পরিণতি ২৯৪
সগিরা ও কবিরা গুনাহের উদাহরণ ২৯৪
আল্লাহওয়ালাদের সথে বেয়াদবির অশুভ পরিণতি ২৯৫
নেক আমলের বরকত ২৯৫
তাকদিরের বাস্তবতা ২৯৬
ভাবনাহীন হয়ো না ২৯৭
জাহান্নামের লঘু শাস্তি ২৯৭
জাহান্নামিদের স্তর ২৯৮

হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থা ২৯৮
জাহান্নামের বিস্তৃতি ২৯৮
মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩০০
পার্থিব কার্মকাণ্ডে মুজাহাদা ৩০০
বাল্যকাল থেকেই মুজাহাদার অভ্যাস করা ৩০০
জান্নাতে মুজাহাদা থাকবে না ৩০১
জাহান্নাম জগৎ ৩০১
দুনিয়ার জগৎ ৩০২
এই কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করো ৩০২
যদি ওই সময় বাদশাহর বার্তা এসে যায় ৩০৩
প্রচেষ্টাকারীদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য ৩০৪
ওই কাজ সহজ হয়ে যাবে ৩০৪
সামনে অগ্রসর হও ৩০৫
জায়েজ কাজ পরিহার করাও মুজাহাদা ৩০৫
জায়েজ কাজে মুজাহাদা কেন? ৩০৬
চারটি মুজাহাদা ৩০৬
কম খাওয়া 'মুজাহাদা' ৩০৭
ওজনও কম এবং আল্লাহও সন্তুষ্ট ৩০৭
নফসকে স্বাদ ভোগ করানো থেকে দূরে রাখতে হবে ৩০৮
ভরা পেটের পাগলামি ৩০৮
কথা কম বলার মুজাহাদা ৩০৯
জবানের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে ৩০৯
বৈধ বিনোদনের অনুমোদন ৩০৯
মেহমানের সাথে কথা-বার্তা বলা সুন্নত ৩১০
সংশোধনের একটি পদ্ধতি ৩১১
কম ঘুমানো মুজাহাদা ৩১২
মানুষের সাথে সম্পর্ক কম রাখার মুজাহাদা ৩১২
অন্তর একটি আয়নার মতো ৩১২
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির সহজ পদ্ধতি ৩১৪
প্রতিটি সময়ের পৃথক দোয়া রয়েছে ৩১৪
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির পদ্ধতি ৩১৫
আল্লাহ জিকির থেকে অমুখাপেক্ষী ৩১৬

আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন; সমস্ত অকাল্যাণের কারণ ৩১৬
আল্লাহ কোথায় গিয়েছেন? ৩১৭
জিকির থেকে গাফলত; অপরাধ অধিক হওয়ার কারণ ৩১৮
অপরাধ নির্মূলের ব্যাপারে রাসুল সা.-এর উক্তি ৩১৯
জবানের জিকিরও উপকারী এবং এটাই কামনার ৩১৯
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির হাকিকত ৩১৯
সর্বদা প্রার্থনা করতে থাক ৩২০
ছোট্ট একটি টিপস ৩২০
জিকির করার জন্য কোনো শর্ত নাই ৩২১
মাসনুন দোয়ার গুরুত্ব ৩২২
চিন্তা-ভাবনা কি আপনাদের পেরেশান করে ৩২৩
শয়তান ঈমান চোর ৩২৩
ওয়াসওয়াসার কারণে অপরাধী হবে না ৩২৪
আকিদার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ৩২৪
গুনাহের ভাবনা ৩২৫
খারাপ ভাবনা উদয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো ৩২৫
নামাজে উদিত ভাবনার নির্দেশ ৩২৬
নামাজের অবমূল্যায়ন করো না ৩২৬
ইমাম গাজালি রহ.-এর ঘটনা ৩২৭
কোরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা ফিকিরের নির্দেশ ৩২৭
এই সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য ৩২৮
খেয়াল ও ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে হেকমত ৩২৮
নেকি এবং গুনাহের ইচ্ছার উপর সাওয়াব ও প্রতিদান ৩২৯
খেয়ালের উত্তম উপমা ৩৩০
কল্পনা করা গুনাহ ৩৩০
কল্পনার চিকিৎসা ৩৩১
নামাজে মন না বসলেও নামাজ আদায় করতে হবে ৩৩১
মানুষ আমলের ধারক ৩৩২
অবস্থা উদ্দেশ্য নয় এবং ইচ্ছাধীনও নয় ৩৩২
সুন্নত অনুযায়ী আমল হওয়া উচিত ৩৩৩
অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির নামাজ ৩৩৩
রিজিকের সন্ধানে ব্যস্ত ব্যক্তির নামাজ ৩৩৪

কার নামাজ বেশি রুহানিয়্যাত............৩৩৪
নিরাশ হয়ো না............৩৩৫
ওয়াসওয়াসার উপর খুশি হওয়া উচিত............৩৩৫
ওয়াসওয়াসার সংজ্ঞা............৩৩৫
কল্পনা থেকে বাঁচার দ্বিতীয় চিকিৎসা............৩৩৬

তাসাওউফের বাস্তবতা ও তার দাবি

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

সম্মানিত ভাইগণ, সুরা মুমিনুনের শুরুর কয়েকটি আয়াতের বয়ান কয়েক জুমা যাবৎ চলছে। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সফলতা অর্জনকারী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এরমধ্যে চতুর্থ আয়াতে একটি গুণ এমন বর্ণনা করেছেন যে, 'সফলতা অর্জনকারী মুমিন তিনি, যিনি যাকাতের উপর আমল করেন'। আমি প্রথমে বলেছিলাম, এই আয়াতের দুটি উদ্দেশ্য। এক. যাকাত আদায় করা। দুই. চরিত্র সংশোধন করা। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমার কয়েক জুমা অতিবাহিত হয়েছে। আজ এর সমাপ্তি হবে। এরপরে যদি জীবিত থাকি তবেই সামনের আয়াতের তাফসির করব, ইনশাআল্লাহ।

নফস বা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধানের আলোচনা

আমি বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা যেভাবে আমাদের বাহ্যিক জীবন সম্পর্কে কিছু বিধি-বিধান আমাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমনঃ নামাজ, রোজা, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আমাদের অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দেশ আবশ্যক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের অন্তরে ইখলাস থাকা উচিত, লৌকিকতা

মুক্ত হওয়া উচিত, মানুষের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও রাসুলের মুহাব্বত থাকা উচিত, অন্তরে বিনয় থাকা উচিত, অন্তরে নিজের বড়াই না থাকা উচিত, বিপদে ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং কৃতজ্ঞতার সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। এসব বিধানের সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সাথে।

নফসের সাথে সম্পৃক্ত হারাম কাজ

এমনিভাবে অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কাজ আছে হারাম। যেমন: হিংসা করা হারাম, অহংকার করা, কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা, আত্মপ্রদর্শন, সুনাম ও যশ-খ্যাতির জন্য কিছু করাও হারাম কাজ। সুতরাং চরিত্রকে সুন্দর করা এবং চরিত্রকে পবিত্র বানানো একজন মুমিনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শুধু এটুকু যথেষ্ট নয় যে, আপনি নামাজ আদায় করলেন এবং রমাজানের রোজা রাখলেন, জাকাত আদায় করলেন, হজের সময় হজ ও উমরাহ পালন করলেন আর আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। বিষয়টি মোটেও এমন নয়। বরং অন্তরের এই আমলগুলো এবং চারিত্রিক এমন সংশোধন জরুরি যে, অন্তরে অহংকার না আসে, হিংসা, রিয়া, নাম-যশের চিন্তা, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অন্তরে না আসে। বরং আল্লাহ ও রাসুল সা.-এর মুহাব্বতই অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। এই সকল বিষয় অন্তরে অর্জন করা জরুরি।

তরবিয়তের মাধ্যমে যা লাভ হয়

প্রশ্ন হলো, এসব জিনিস অন্তরে কীভাবে আসবে? বুঝে নেওয়া দরকার, এসব বই-পুস্তক পড়ে অর্জন হয় না বা কেবল ওয়াজ-নসিহত শ্রবণের দ্বারাও অর্জন হয় না। বরং এরজন্য অনুশীলন প্রয়োজন। যেমন: পূর্বে বলেছিলাম, হুজুর সা.-এর আগমনের যেই উদ্দেশ্য কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা কারণ ছিল যে, নবিজি সা. মানুষের চরিত্রকে পবিত্র বানাবেন এবং তাদের অন্তর থেকে দুঃশ্চরিত্রের ময়লা দূর করবেন। এই কাজ তরবিয়ত বা দীক্ষার দ্বারাই কেবল অর্জন হয়।

আমাদের ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে তাসাওউফ নামে নামকরণ করা হয়েছে। তার মূল লক্ষ্যই কেবল চরিত্রের সংশোধন।

আপনারা হয়তো 'ফিকহ' শব্দ শুনেছেন। ফিকহ এমন বিদ্যাকে বলে, যার মধ্যে আমলের বিধানের আলোচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ: কোন কাজ জায়েজ আর কোন কাজ নাজায়েজ, কোন জিনিস হালাল আর কোন জিনিস হারাম, নামাজের সময় কখন, নামাজ কীভাবে শুদ্ধ হয়, কী কী কাজ করলে

নামাজ নষ্ট হয়ে যায়, রোজার বিধান কী, জাকাতের বিধান কী, হজের বিধান কী? এসমস্ত বিষয় ফিকহের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং এই বিধানগুলোর সম্পর্ক বাহ্যিক আমলের সাথে হয়ে থাকে।

ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে ভুল ধারণা

চরিত্র সম্পর্কে যে আলোচনা আমি ইতঃপূর্বে করেছি, সে সম্পর্কে আলোচনা এবং এর অর্জনের পদ্ধতি 'ইলমে তাসাওউফে' আলোচনা করা হয়। এখন ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে মানুষ ভুলের স্বীকার। অনেকে তো মনে করে তাসাওউফ শরিয়ত সম্পর্কিত না বা এর কোনো দলিল কোরআন ও হাদিসে নেই। বরং তাসাওউফ গ্রহণ করা 'বেদআত'।

অত্যন্ত ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত, কোরআন কারিমে বা হাদিসে 'চরিত্র সংশোধনের' ব্যাপারে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা-ই তাসাওউফ। তাই এই তাসাওউফ কোরআন কারিমের বিপরীত নয়। অন্যদিকে তাসাওউফকে মানুষ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছে। তাদের নিকট তাসাওউফ অর্থ হলো 'ধ্যান' করা, 'কাশফ' হওয়া, 'ইলহাম' হওয়া, স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা জানতে পারা এবং কারামত প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। এই ভ্রান্ত লোকদের নিকট এসবের নামই তাসাওউফ। ফলে এসব লোক তাসাওউফের নামে এমন সব কাজ শুরু করে দেয়, যা শরিয়ত বহির্ভূত।

তাসাওউফের বিষয়ে দুটি ভুল হস্তক্ষেপ

প্রথম সীমালঙ্ঘন তো এটা করে যে, অনেক লোক যারা নিজেদেরকে সুফি বলে দাবি করে, তারা আবার মদও পান করে এবং এটা বলে, এই মদ মৌলবিদের জন্য হারাম, কিন্তু সুফিদের জন্য হালাল। কারণ, আমরা তো মদ পান করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করছি। (আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। কেমন জঘন্য পদস্খলন, ভ্রান্ত আকিদা, শিরকি চিন্তা-ভাবনা তাদের মধ্যে ঢুকেছে এবং এর নাম তাসাওউফ রেখে দিয়েছে। দ্বিতীয় সীমালঙ্ঘন হলো, মুরিদ পীর সাহেবের গোলাম। যখন একবার কাউকে পীর বানিয়ে নিয়েছে, তখন ওই পীর চাই মদ পান করুক, চাই জুয়া খেলুক, চাই হারাম কাজে লিপ্ত থাকুক বা সুন্নতকে পদদলিত করুক। তথাপিও পীর সাহেব নিজের অবস্থান ধরে থাকে। তার পীরগিরিতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। মুরিদের জিম্মায় তার পদচুম্বন জরুরি এবং কিছুদিন পর পীর সাহেবকে হাদিয়া দেওয়া জরুরি। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সে পীর সাহেবকে খুশি না করবে, জান্নাতের দরজা তার জন্য খোলা হবে না। আল্লাহ হেফাজত করুন।

তাসাওউফের এই কল্পনা কোরআন-হাদিসে নেই এবং এর কোনো সম্পর্ক হাদিস ও সুন্নাহর সঙ্গে নেই।

তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা

তাসাওউফের আসল রূপরেখা ছিল চরিত্রের সংশোধন এবং ভেতরগত আমলের সংশোধন। এর জন্য জরুরি হলো, সংশোধনে আগ্রহী কোনো সুন্নতের সঠিক অনুসারী এবং সঠিক ইলম ধারণকারী, সঠিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের রাহবার বা পথ-প্রদর্শক বানাবে। যিনি নিজে নিজের সংশোধন বড় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে করিয়েছেন। তার কাছে গিয়ে নিজের সমস্যার জন্য দিকনির্দেশনা চাইবে। বলবে, আমি আমার সংশোধনের ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কামনা করছি। এরপরে সংশোধনে আগ্রহী 'সর্বক্ষেত্রে' তার নির্দেশনা মেনে চলবে। যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবিজিকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন যে, আপনি আমাদের মুরব্বি, আপনি আমাদের তরবিয়ত করবেন, আমাদের আমল ও চরিত্রের সংশোধন করবেন, আমরা আপনার আনুগত্য করব। উক্ত কল্পনাই সঠিক, এই পীর-মুরিদিই সঠিক এবং কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী ছিল। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় এই চরিত্র সংশোধনেরই কথা বলা হয়েছে। একটি হাদিসে রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন,

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

অর্থাৎ, আমাকে এজন্যই পাঠানো হয়েছে যে, যাতে আমি মানুষের চরিত্র সংশোধন করি এবং এটাকে পরিপূর্ণ করি।[১]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নিজেদেরকে রাসুলে আকরাম সা.-এর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছিলেন যে, আপনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে করবেন। আমাদের অন্তর সেটা গ্রহণ করুক বা না করুক। আমাদের বিষয়টি বুঝে আসুক আর না আসুক। আপনি যা বলবেন, আমরা সে অনুযায়ী আমল করব। এর ফলেই আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের চরিত্রকে এমন উজ্জ্বল ও পবিত্র করেছেন যে, এই ধরায় এবং আসমানের নিচে এমন উত্তম চরিত্রবান মানুষ তাদের পরে আর জন্ম নেয়নি। সাহাবাদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো সময় তারা নিজেদের নফস থেকে উদাস থাকতেন না। যদিও নবিজির মাধ্যমে তাদের তরবিয়ত অর্জন

১ কানজুল উম্মাল, হাদিস নম্বর: ৫২১৭, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪; জামউল জাওয়ামে লিস-সুয়ুতি, হাদিস নম্বর: ৩০০০, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯২১৫; সুনানে বায়হাকি, হাদিস নম্বর: ২১৩০১, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৭২; জামেউল আহাদিস, হাদিস নম্বর: ৮৮৯২, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৮৬; আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দিন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৮৪; আদ-দুররুল মুনতাসিরাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮।